প্রাথমিকে নিয়োগ হবে না নতুন প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক

২১ মে ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২১ মে ২০১৯ ০০:৪৬

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিগগিরই প্রধান শিক্ষকে পদোন্নতি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন। গতকাল রাজধানীর প্রাইমারি টিচার্স ইনস্টিটিউটে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) আয়োজিত 'উদ্ভাবনী মেলা ও শোকেসিং-২০১৯' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান। প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন করে আর প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে না। দীর্ঘদিন ধরে সহকারী শিক্ষকরা পদোন্নতি না পাওয়ায় তাদের মধ্যে এক ধরনের প্যারালাইজড মানসিকতা কাজ করছে। এ অবস্থা উত্তরণের জন্য সরকার তাদের পদোন্নতি দিয়ে মনোবল চাঙা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' জাকির হোসনে বলেন, 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মনে করছেন, জীবনে তাদের আর পদোন্নতি হবে না। এ কারণে তারা হতাশার মধ্যে দিন পার করছেন। কিন্তু তাদের বলতে চাইÑ সরকার এ পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটিয়ে সহকারী শিক্ষকদের মধ্য থেকে প্রধান শিক্ষক অথবা সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতির কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে।' শিক্ষার্থীরা শতভাগ বাংলা পড়তে পারে নাÑ বিশ্বব্যাংকের এমন প্রতিবেদন সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা বাংলা পড়তে পারে না, এটি আমাদের ব্যর্থতা। আমাদের মনিটরিং ব্যবস্থা বেশ দুর্বল থাকায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দু-চারজন দিয়ে মনিটরিং করা সম্ভব হবে না। এতে সবাই ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পাবে। এটিকে ঢালাওভাবে সাজিয়ে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। যার যতটুকু দায়িত্ব ততটুকু পালন করলে প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও বেগবান করে তোলা সম্ভব হবে।' অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আকরাম আল হোসেন বলেন, 'উদ্ভাবনী মেলার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে সহজ ও জনবান্ধব করে শিক্ষার মান উন্নত করা। যত বেশি উদ্ভাবন হবে ততবেশি মান বৃদ্ধি পাবে। এতে করে জাতির উন্নতি ঘটবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে আনন্দঘন করে তুলতে না পারলে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে না।' বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সচিব বলেন, 'প্রাথমিকের শিখন যোগ্যতাকে নিশ্চিত করা এবং ছাত্ররা ঠিকমতো পড়তে পারছে কিনা সেদিকটা উন্নত করতে পারলে শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে।' অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এএফএম মনজুর কাদির।